দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 15 NOV 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 8

আমরা শিশুদের কী শিক্ষা দিচ্ছি?

মো. আবদুল কাদির

হক সাহেব একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। একদিন পারিবারিক বিশেষ কাজ থাকায় অফিস থেকে তাঁকে ছুটি নিতে হয়েছে। কিন্তু ছুটি না পাওয়ার আশঙ্কায় তিনি যখন আত্মীয়ের মৃত্যুর কথা বলে মুঠোফোনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে ছুটি নেন, তখন পাশে থাকা সন্তান অবচেতন মনেই মিথ্যা বলা শেখে।

যাঁরা আগামী সুন্দর পৃথিবীর নেতৃত্ব দেবে, সমাজ গড়ে তুলবে উচ্চতম আলোয় তাদের আমরা কী শিক্ষা দিচ্ছি? শিশুর শিক্ষার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার তথা বাবা-মা। একটি ভালো বীজকে খারাপ মাটিতে প্রোথিত করলে ভালো বৃক্ষ আশা করা যায় না। নৈতিকতা শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হলো পরিবার তথা বাবা-মা। তার বিকাশের জন্য প্রয়োজন সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ। যেখানে মনুষ্যবোধ নিয়ে বড় হওয়ার দীক্ষা পাবে।

শিশুরা অনুকরণপ্রিয় ও সংবেদনশীল। তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাবা-মাসহ পরিবারের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। তারা দেখে দেখে শেখে। বড়দের কথা ও কাজে মিল না থাকলে অচেতনভাবেই শিশুর ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই তাদের কাছে বাবা-মাকে হতে হবে অনুকরণীয় উত্তম আদর্শ বা মডেল। যাতে সন্তান ভয়ে নয় বরং আদর্শ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁদের অনুসরণ করে। কেবল নীতিকথা ও উপদেশের মাধ্যমে নয় বরং আচরণে ও চরিত্রে ধারণ করার মতো নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে।

নৈতিক অবক্ষয় থেকে সৃষ্টি হয় আত্মিক শূন্যতা। ফলে আর্থিক ও পার্থিব জীবনে সফল মনে হলেও সুখী হতে পারছে না। সমাজে বাড়ছে আত্মহত্যা প্রবণতা। কেননা মানুষ পার্থিব মোহে নীতি-নৈতিকতা হারিয়ে ফেলছে, মরে যাচ্ছে তার মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ববোধ। দেখা যায় শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যেই দুর্নীতির প্রভাব বেশি। সেজন্য মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা প্রদানে বাবা-মাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ছোটবেলা থেকেই সত্যবাদিতা, পরোপকার, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের ভালবাসা, সুন্দর আচরণ শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষা দিতে হবে দেশপ্রেম, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক শিষ্টাচার।

তাই আসুন শিশুর শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ সাধনে আমরা ইতিবাচক ভূমিকা রাখি।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়